

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ৯, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়  
সেতু বিভাগ  
প্রশাসন অধিশাখা  
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/২৫ মে ২০২৩

নং ৫০.০০.০০০০.০০০.২২.০০২.২০.১০৯—বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১১২ তম বোর্ড সভায় “বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩” অনুমোদিত হয়েছে।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আনোয়ারুল নাসের  
উপসচিব।

( ৯২০৯ )

মূল্য : টাকা ১৬.০০

### বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বাসেক)-এর মালিকানাধীন সম্পত্তি দখলমুক্ত রাখা এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকল্পে কর্তৃপক্ষের সম্পত্তির (কৃষি-অকৃষি জমি, ভবন/স্থাপনা, কটেজ, বাসা, কক্ষ, ফ্লোর স্পেস, দোকান/ফুডকোর্ট, মিউজিয়াম, উন্মুক্ত মাঠ, বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের স্থান, জলাশয়/পুকুর, পিকনিক স্পট, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক বা সমজাতীয় স্থাপনা, রিসোর্ট, কার পার্ক প্রভৃতি) সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, অস্থায়ীভিত্তিতে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ইজারা/ভাড়া প্রদান, ইজারা মূল্য নির্ধারণ এবং ইজারালব্ধ অর্থ আদায়ের নিমিত্তে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে অত্র নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো। এটি গেজেট প্রকাশের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। **সংজ্ঞাঃ** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এ নির্দেশিকায়:

- ২.১ “কর্তৃপক্ষ” বলতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে বুঝাবে;
- ২.২ “বাসেক” বলতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষকে বুঝাবে;
- ২.৩ “কমিটি” বলতে এ নীতিমালার অধীন ইজারা প্রদান কমিটি ও প্রাক্কলন কমিটিকে বুঝাবে;
- ২.৪ “কারিগরি অনুবিভাগ” বলতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর কারিগরি অনুবিভাগকে বুঝাবে;
- ২.৫ “সাইট অফিস” বলতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় স্থাপিত সাইট অফিস বুঝাবে;
- ২.৬ “ইজারা” বলতে নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ব্যবহারের অনুমতিকে বুঝাবে। এতে মালিকানা হস্তান্তরিত হবে না, শুধুমাত্র ব্যবহারের অধিকার সাময়িকভাবে হস্তান্তরিত হবে;
- ২.৭ “বিজ্ঞাপন ফলক” বলতে বাসেক-এর মালিকানাধীন জমি বা দালান/ইমারত বা ভবনের অংশবিশেষ বা অন্য কোন স্থান বা তার অংশবিশেষ, যা পণ্য বা অন্যবিধ কিছু ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য অস্থায়ীভাবে স্থাপনের জন্য অনুমতি দেয়া হবে এরূপ আলোকিত/অনালোকিত ফলককে বুঝাবে;
- ২.৮ “নির্বাহী পরিচালক” বলতে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর নির্বাহী পরিচালককে বুঝাবে;
- ২.৯ “সাময়িক বা অস্থায়ী বরাদ্দ প্রাপক” বলতে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন বা স্থাপনের জন্য সাময়িক বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে বুঝাবে;
- ২.১০ “সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান” বলতে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি বা এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;
- ২.১১ “বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান” বলতে বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি বা এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;

- ২.১২ “লাইটবক্স” বলতে দেয়ালে অথবা ঝুলন্ত অবস্থায় স্থাপিত আয়তাকার বা বর্গাকার ক্ষেত্রের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলো দ্বারা সজ্জিত বিজ্ঞাপন বোর্ডকে বুঝাবে;
- ২.১৩ “ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড/ইলেকট্রনিক বিজ্ঞাপন” বলতে আয়তাকার/বৃত্তাকার/বর্গাকার বোর্ড যা এলইডি, এলসিডি মনিটর ইত্যাদির যে কোন মাধ্যমে সাধারণ বা বৈদ্যুতিক সংযোগের সাহায্যে এক বা একাধিক বিজ্ঞাপন চিত্র প্রদর্শন করাকে বুঝাবে;
- ২.১৪ “ব্যক্তি” বলতে যে কোন ব্যক্তি (Natural Person) ও আইনানুগ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান (Legal Person) -কে বুঝাবে;
- ২.১৫ “ক্লোর স্পেস” বলতে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত ভবনের ভিতরের জায়গাকে বুঝাবে;
- ২.১৬ “কক্ষ” বলতে কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন যে কোন ভবনের যে কোন কক্ষকে বুঝাবে;
- ২.১৭ “ভবন/স্থাপনা” বলতে কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ভবন/স্থাপনাকে বুঝাবে;
- ২.১৮ “চুক্তি” বলতে কর্তৃপক্ষের সাথে ইজারাগ্রহীতার সম্পাদিত চুক্তিকে বুঝাবে;
- ২.১৯ “অঙ্গীকারনামা” বলতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রুতিকে বুঝাবে;
- ২.২০ “জলাশয়/পুকুর” অর্থ আওতাধীন সড়ক বা মহাসড়কের পার্শ্বে/পুনর্বাসন এলাকায় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন পানি জমে থাকে এরূপ পাড়বিহীন/পাড়বিশিষ্ট কোন ভূমি;
- ২.২১ “বরোপিট” অর্থ সড়ক বা মহাসড়কের পার্শ্বে কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন পতিত নীচু ভূমি;
- ২.২২ “কৃষি জমি” অর্থ আওতাধীন সড়ক বা মহাসড়কের পার্শ্বে/পুনর্বাসন এলাকায় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন সমতল ভূমি/জলাশয়/পুকুর পাড়;
- ২.২৩ “রিসোর্ট” অর্থ কর্তৃপক্ষের ভূমিতে স্থাপিত কটেজ ও অন্যান্য স্থাপনা;
- ২.২৪ “প্রবেশপথ” অর্থ মহাসড়ক থেকে নিরাপদ দূরত্বে ব্যক্তিমালিকানাধীন বাসস্থান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য কর্তৃপক্ষের অব্যবহৃত ভূমিতে নির্দিষ্ট ইজারামূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় পথ;
- ২.২৫ “সামাজিক বনায়ন” অর্থ ‘সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০১০’ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের ভূমিতে বৃক্ষরোপণ;
- ২.২৬ “বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান” বলতে সকল ধরনের দোকান, সিএনজি/ফিলিং স্টেশন এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে; এবং
- ২.২৭ “শিল্প প্রতিষ্ঠান” বলতে ছোট-বড় সকল ধরনের শিল্প যা মেশিন বা যন্ত্রের সাহায্যে পরিচালিত এবং যেখানে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার্য/পরিধেয়/সেবা/খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, এরূপ প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।

**৩। উদ্দেশ্য:**

- (ক) কর্তৃপক্ষের ভূমির/সম্পত্তির তথ্য ডিজিটাল ও ম্যানুয়াল উভয় পদ্ধতিতে সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও মালিকানা নিশ্চিতকরণ;
- (খ) ভূমির রেকর্ডপত্রাদি সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;
- (গ) বর্তমানে অব্যবহৃত ভূমিতে অবৈধ দখল উচ্ছেদপূর্বক কর্তৃপক্ষের মালিকানা প্রতিষ্ঠাকরণ;
- (ঘ) অব্যবহৃত ভূমির পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন;
- (ঙ) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবার মান উন্নয়ন, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সৌন্দর্য বর্ধন; এবং
- (চ) কর্তৃপক্ষের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদি।

**৪। ভূমির উৎস:**

প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত ভূমি, অন্যান্য সরকারি সংস্থা হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরিত ভূমি ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্রয়কৃত ভূমি।

**৫। ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণ:**

- ৫.১ এস্টেট শাখা বাসেক-এর মালিকানাধীন সকল ভূমির রেকর্ডপত্রের মূল কপি সংগ্রহপূর্বক এল.এ. কেইসভিত্তিক বই আকারে বাঁধাই করে সংরক্ষণ করবে। এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বরত কর্মকর্তা/প্রকল্পে দায়িত্বরত কর্মকর্তা/প্রকল্প পরিচালক নিজ নিজ এখতিয়ারাধীন প্রকল্পের জমির শ্রেণিবিন্যাসকরত: শ্রেণিভিত্তিক রেকর্ড বাসেক-এর এস্টেট শাখায় প্রেরণ নিশ্চিত করবেন;
- ৫.২ বাসেক-এর আওতাধীন সকল ভূমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য এস্টেট শাখা সংশ্লিষ্ট সাইট অফিসের সহায়তায় হালনাগাদ ভূমির স্বত্ব রেকর্ড (Record of Rights) সংরক্ষণ ও সকল জমির নামজারি ও জমা-খারিজ (Mutation) সম্পন্ন করবে;
- ৫.৩ এস্টেট শাখা ভূমির হিসাব নকশাসহ রেকর্ড সংরক্ষণ করবে এবং এস্টেট শাখা/এস্টেট শাখা কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি ভূমির প্রাচীর/খুঁটি/স্তম্ভ ইত্যাদি স্থাপনপূর্বক ভূমির সীমানা চিহ্নিত করবে; এবং
- ৫.৪ এস্টেট শাখা/এস্টেট শাখা কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি বাসেক-এর মালিকানাধীন সকল স্থাপনা/জমি/ স্ট্যাকইয়ার্ড/জলাশয়/বরোপিট/পুকুর/ভবন ও সমতল ভূমির প্রয়োজনীয় তথ্য জরিপকালীন রেকর্ডে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি-না তা জরিপ চলাকালে সরেজমিন উপস্থিত থেকে নিশ্চিত করবে।

**৬। বাসেক-এর জমির শ্রেণিবিন্যাস:**

বাসেক-এর আওতাধীন সকল জমি নিম্নরূপ দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হবে:

- ৬.১ বর্তমানে এবং অদূর ভবিষ্যতে সেতু, ভায়াডাক্ট, টানেল, সাবওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে ও অন্যান্য অবকাঠামো/স্থাপনা ইত্যাদি নির্মাণ/উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে বা হতে পারে, এরূপ জমি/জলাশয়/বরোপিট/পুকুর/স্থাপনা ইত্যাদি; এবং
- ৬.২ সেতু, ভায়াডাক্ট, টানেল, সাবওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে ও অন্যান্য অবকাঠামো/স্থাপনা ইত্যাদি উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রয়োজনে নিকট ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হবে না বা হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তবে ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে ধারণা করা যায় এরূপ জমি/জলাশয়/বরোপিট/পুকুর এবং ভবন/স্থাপনা ইত্যাদি।

৭। **বিভিন্ন শ্রেণির ভূমি সংরক্ষণ ও অস্থায়ী ইজারা প্রদান:**

- ৭.১ অনুচ্ছেদ ৬.১ এ বর্ণিত জমি/জলাশয়/বরোপিট/পুকুর যা বর্তমানে এবং অচিরেই সেতু, ভায়াডাক্ট, টানেল, সাবওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে ও অন্যান্য অবকাঠামো/স্থাপনা ইত্যাদি উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হবে, এরূপ জমি কোন অবস্থাতেই ইজারা প্রদান করা যাবে না;
- ৭.২ অনুচ্ছেদ ৬.২ এ মতে যে জমি/জলাশয়/বরোপিট/পুকুর কিংবা সমতল ভূমি/ভবন বা স্থাপনা উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রয়োজনে নিকট ভবিষ্যতে/আপাতত ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, সেসব জমি বছরভিত্তিক নবায়ন সাপেক্ষে ৩ (তিন) থেকে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী (৫ বছরের অধিক, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিক্রমে) ইজারা প্রদান করা যেতে পারে; এবং
- ৭.৩ অনুচ্ছেদ ৬.২ এ বর্ণিত বাসেক-এর জমি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে বছরওয়ারী ব্যবহারের জন্য বাসেক-এর নির্বাহী পরিচালক/নির্বাহী কমিটি/বোর্ড-এর অনুমোদনক্রমে ইজারা প্রদান করা যেতে পারেঃ
- (ক) কৃষি/চাষাবাদ;
- (খ) নার্সারি/কৃষিভিত্তিক খামার স্থাপন;
- (গ) মৎস্য চাষকল্পে জলাশয়/পুকুর/সড়ক পার্শ্বস্থ খাদ/বরোপিট;
- (ঘ) প্রবেশ পথ হিসেবে;
- (ঙ) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকাণ্ডের জন্য;
- (চ) পর্যটন ও সার্ভিস সুবিধার স্থাপনা;
- (ছ) বিজ্ঞাপন ফলক স্থাপন
- (জ) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদী (৫ বছরের অধিক) ইজারা এবং
- (ঝ) সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে।

**৮। ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় শর্তাবলী:**

- ৮.১ প্রতি বছর বাৎসরিক ইজারামূল্য অগ্রিম পরিশোধ সাপেক্ষে নির্বাহী পরিচালকের অনুমোদনক্রমে স্বল্পমেয়াদি ইজারার ক্ষেত্রে ইজারার মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বছর হবে। মধ্যমেয়াদি ইজারার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে ও শর্তসাপেক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত ইজারা প্রদান করা যাবে এবং দীর্ঘমেয়াদি ইজারার ক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিক্রমে ও বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ৫ বছরের বেশি সময়ের জন্য ইজারা প্রদান করা যাবে। ইজারা গ্রহীতা চুক্তি সম্পাদনের সাথে সাথেই চুক্তিপত্রের শর্ত অনুসারে বাৎসরিক ইজারা ফি (ভ্যাট ও আয়করসহ) এককালীন পরিশোধ করবেন। ভাড়া বৃদ্ধির হার চুক্তিতে বর্ণিত শর্ত অনুসারে প্রযোজ্য হবে এবং চুক্তি নবায়নের সময় ভাড়া বৃদ্ধির হার নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যাবে। যে সকল ক্ষেত্রে চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই, সে সকল ক্ষেত্রে প্রতি বছর ইজারামূল্য ১০% হারে বৃদ্ধি পাবে।
- ৮.২ ইজারা গ্রহীতা ইজারা চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ২ (দুই) মাস পূর্বে বাসেক-এর নিকট লিখিতভাবে নবায়নের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ইজারা মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে আবেদন না করলে মেয়াদ উত্তীর্ণের সাথে সাথে উক্ত ইজারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। চুক্তি নবায়নের সময় পরবর্তী বছরের ইজারা ফি (ভ্যাট ও আয়করসহ) এককালীন অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে;
- ৮.৩ বাসেকের পক্ষে পরিচালক (প্রশাসন) জমি/জলাশয়/বরোপিট/পুকুর ও পরিত্যক্ত ভবন/স্থাপনা ও সমতল ভূমির বিপরীতে অস্থায়ী ইজারা চুক্তি স্বাক্ষর করবেন;
- ৮.৪ এস্টেট শাখা ইজারার মেয়াদ অনুসারে বাৎসরিক ইজারা চুক্তি নবায়ন, ইজারা মূল্য আদায় ও জমির ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে;
- ৮.৫ ইজারা গ্রহীতা ইজারা চুক্তিতে বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ইজারাকৃত জমি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারবেন না এবং কোন স্থায়ী কাঠামোও নির্মাণ করতে পারবেন না। এছাড়া ইজারাকৃত জমি অপর কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের নিকট বন্ধক রাখা বা সাব-লিজ দিতে পারবেন না। এরূপ ক্ষেত্রে ইজারা তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং এজন্য ইজারা গ্রহীতা কর্তৃপক্ষের নিকট কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবে না;
- ৮.৬ কারণ উল্লেখপূর্বক ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে বাসেক ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবে এবং এ জন্য ইজারা বা লিজ প্রদানের পূর্বে বাসেক ইজারা গ্রহীতা হতে এ মর্মে একটি অঙ্গীকারনামা (Undertaking) গ্রহণ করবে যে, “সেতু, ফ্লাইওভার, টোল রোড, বাইপাস সড়ক, টানেল, সাবওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে ইত্যাদি সম্প্রসারণ/উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ অথবা অন্য কোন জরুরি কাজের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ ইজারা বাতিল করতে পারবে। ইজারা গ্রহীতা এ জন্য কোন প্রকার ওজর আপত্তি করতে পারবেন না এবং এ আদেশের বিরুদ্ধে বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু ও ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না। চাহিবামাত্র তাৎক্ষণিকভাবে বাসেক বরাবরে ইজারাকৃত জমি/জলাশয়/বরোপিট/পুকুর ও পরিত্যক্ত ভবন/স্থাপনা ও সমতল ভূমির দখল হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবেন”। এরূপ ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ইজারা মেয়াদের অবশিষ্ট সময়ের ইজারা মূল্য ফেরত পাবেন;

- ৮.৭ পতিত জমি ও চাষাবাদযোগ্য জমি ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জমির অধিগ্রহণ পূর্ববর্তী মূল মালিক/মালিকগণ/বৈধ ওয়ারিশকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ইজারা নিতে অপারগ বা অনিচ্ছুক হলে সে ক্ষেত্রে উক্ত পতিত জমি/চাষাবাদযোগ্য জমি ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী বাড়ি বা পার্শ্ববর্তী জমির আগ্রহী মালিক/মালিকগণকে ১২.১ এ উল্লিখিত মূল্যহারে ইজারা প্রদান করা হবে;
- ৮.৮ সকল প্রকার রাস্তা/বরোপিট/জলাশয়/পুকুর ইত্যাদি ইজারা প্রদানের উদ্দেশ্যে যথাসময়ে ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। তবে পুনর্বাসন এলাকার মধ্যে অবস্থিত বরোপিট/পুকুর ইজারা প্রদানে পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসরত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। এক্ষেত্রে তাকে/তাদেরকে সর্বোচ্চ দরে ইজারা নিতে হবে, অন্যথায় বাইরের সর্বোচ্চ দরদাতাকে ইজারা প্রদান করা হবে;
- ৮.৯ ইজারায়োগ্য জলাশয়/বরোপিট/পুকুর/স্থাপনা ইত্যাদির সিডিউল তৈরি করে বহল প্রচারিত ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি) এবং একটি বহল প্রচারিত স্থানীয় পত্রিকায় (বাংলা) ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হবে। অনুচ্ছেদ ১২.১ এ উল্লিখিত ইজারা মূল্যহার অনুযায়ী প্রাক্কলিত দর নির্ধারিত হবে। অনুচ্ছেদ ১২.১ এ অন্তর্ভুক্ত নয় এমনক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের দর অথবা বিগত ৩ বছরের গড় ইজারা মূল্য অথবা ১২.৩-এ বর্ণিত কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দর প্রাক্কলিত মূল্য হিসেবে নির্ধারিত হবে। কোন দরপত্রের উদ্ধৃত সর্বোচ্চ দর নির্ধারিত প্রাক্কলিত দরের কম হলে দ্বিতীয়বার দরপত্র আহ্বান করতে হবে। দ্বিতীয়বারও নির্ধারিত দরের কম দর উদ্ধৃত করা হলে তৃতীয়বারের জন্য দরপত্র আহ্বান করতে হবে। তৃতীয়বারও যদি নির্ধারিত হারের কম দর উদ্ধৃত করা হয় তবে যথাযথ ইজারামূল্য না পাওয়ার বিষয়ে বিদ্যমান কারণ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন ১২.৩-এ বর্ণিত কমিটি প্রদান করবে, যার আলোকে বোর্ডের অনুমতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। তবে ইজারা প্রদান না করা পর্যন্ত খাস আদায় কার্যক্রম চলমান থাকবে;
- ৮.১০ দরপত্রে উদ্ধৃত দরের ২০% অর্থ পে-অর্ডার-এর মাধ্যমে নিরাপত্তা জামানত বাবদ জমা দিতে হবে। দরপত্রে অংশগ্রহণকৃত সর্বোচ্চ দরদাতা ইজারা গ্রহণ না করলে বাসেকের অনুকূলে উক্ত জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে;
- ৮.১১ দরপত্র সিডিউলের মূল্য ও দরপত্রের অন্যান্য শর্তাবলী এতদসংক্রান্ত গঠিত কমিটি কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে;
- ৮.১২ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে (যেমন-পাইপলাইন, গ্যাস লাইন, টেলিফোন লাইন, ইন্টারনেট লাইন, বিদ্যুৎ লাইন, বাঁধ, রাস্তা, নর্দমা ইত্যাদি) বাসেক-এর জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিচালকের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত হারে ফি/মূল্য গ্রহণ সাপেক্ষে বিনা দরপত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূলে অস্থায়ী ইজারা প্রদান করা যাবে;
- ৮.১৩ প্রত্যেক চুক্তিপত্রের সাথে নম্বরযুক্ত ইজারা প্ল্যান/স্কেচম্যাপ থাকতে হবে। প্ল্যানের/ম্যাপের উপর মৌজার নাম দাগ ও খতিয়ান নং উল্লেখ থাকতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট ভূমি অন্যকোনভাবে চিহ্নিতকরণ বিবরণীও থাকতে পারে;

- ৮.১৪ কোন জমি ইজারা গ্রহণের পর উক্ত জমির শ্রেণি পরিবর্তন করা যাবে না;
- ৮.১৫ বাসেকের পূর্বানুমতি ব্যতীত উক্ত ইজারাকৃত জমিতে কোন স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না;
- ৮.১৬ বাসেকের অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে ইজারাকৃত জমিতে কোন স্থাপনা নির্মাণের সময়/অন্য যে কোন কারণে বাসেকের কোন স্থাপনার ক্ষতিসাধন করা যাবে না;
- ৮.১৭ বাসেকের মালিকানাধীন কোন জমি/বরোপিট/জলাশয়/পুকুর/স্থাপনা ইজারা গ্রহণের পর উক্ত জমি/বরোপিট/জলাশয়/পুকুর/স্থাপনা-এর অন্তর্ভুক্ত এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিপন্থী কোন কাজ করা যাবে না;
- ৮.১৮ নিম্নে বর্ণিত কমিটি ইজারা প্রদানের জন্য প্রাপ্ত আবেদন/সিডিউল/প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করবেনঃ
- (১) পরিচালক (প্রশাসন)-সভাপতি;
  - (২) অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন)-সদস্য;
  - (৩) অতিরিক্ত পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)-সদস্য;
  - (৪) উপপরিচালক (এস্টেট)-সদস্য;
  - (৫) সংশ্লিষ্ট সাইট/সদর দপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী/ উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক-সদস্য;
  - (৬) সাইট অফিসের এস্টেট সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-সদস্য; এবং
  - (৭) সহকারী পরিচালক (এস্টেট)-সদস্যসচিব।

পরিচালক (প্রশাসন) এর অনুপস্থিতিতে তার প্রতিকল্প কর্মকর্তা সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন; এবং

- ৮.১৯ যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ বা বর্তমানে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর সাথে ইতঃপূর্বে যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সেগুলোর কার্যক্রম মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

#### ৯। আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদনপত্র দাখিল করার পদ্ধতি:

- ৯.১ ইজারা গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে জমির তফসিলসহযোগে আবেদনপত্র কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে। আবেদনে কী উদ্দেশ্যে ইজারা নিতে ইচ্ছুক তার বিস্তারিত বিবরণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবেদনের সঙ্গে প্রজেক্ট প্রোফাইল, নকশা, লে-আউট প্ল্যান ইত্যাদি সংযুক্ত করতে হবে; এবং
- ৯.২ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোন লিজ আবেদন বাতিল করার অধিকার ও ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন এবং তজ্জন্য কোন আপত্তি বা অভিযোগ উত্থাপন করা যাবে না।



**১০। সামাজিক বনায়ন/বনায়ন/বৃক্ষরোপণ এর জন্য বরাদ্দযোগ্য জমির ব্যবস্থাপনা:**

- ১০.১ বাসেক-এর আওতাধীন সড়ক ও সংযোগ সড়কের পার্শ্বের জমি, এ্যামব্যাংকমেন্ট (Embankment) অথবা পরিত্যক্ত জমিতে সামাজিক বনায়ন/নার্সারি/বৃক্ষরোপণের জন্য সরকারি সংস্থা/বন বিভাগ/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিও/ব্যক্তি/সংঘ/সমিতি এর নিকট লাভ-অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জমি বরাদ্দ প্রদান করা যাবে; এবং
- ১০.২ সকল বড় বড় সেতু সংলগ্ন স্থানে সরকারের নির্দেশনা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারক ও ফলদ, বনজ, ঔষধি বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা/বন বিভাগের সহায়তা গ্রহণ করা যাবে।

**১১। প্রবেশপথ হিসেবে জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইজারা প্রদান পদ্ধতি:**

- ১১.১ বাসেক-এর অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত ইজারা ফি গ্রহণপূর্বক আবাসিক/বাণিজ্যিক/শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রবেশ পথ হিসাবে ব্যবহারের (Right of Use) নিমিত্ত বাসেক-এর জমি ইজারা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। এক্ষেত্রে জমির তলদেশের প্রশস্ততার (Bottom Width) আলোকে ইজারা ফি'র হার নির্ধারিত হবে।

**১২। ইজারা মূল্যহার:**

- ১২.১ ইজারার হার নিম্নরূপ হবে {শতাংশ প্রতি বাৎসরিক (ক্রমিক নং ১—১৩ এর জন্য প্রযোজ্য) এবং প্রতি বর্গফুট বাৎসরিক (ক্রমিক নং ১৪—১৬ এর জন্য প্রযোজ্য)}:

ক্র: নং	জমির শ্রেণি/অন্যান্য শ্রেণি	বার্ষিক ইজারা ফি
(১)	প্রবেশ পথ: আবাসিক	৫০/-
(২)	প্রবেশ পথ: বাণিজ্যিক	৫০০/-
(৩)	প্রবেশ পথ: শিল্প প্রতিষ্ঠান	৮০০/-
(৪)	কৃষি (বালু/চর) এক ফসলি	২০/-
(৫)	কৃষি (বালু/চর) দুই ফসলি	৪০/-
(৬)	কৃষি (বালু/চর) তিন ফসলি	৬০/-
(৭)	মৎস্য চাষ: সারা বছর পানি থাকে এরূপ পাড়বিশিষ্ট জলাশয়/পুকুর	১৫০/-
(৮)	মৎস্য চাষ: সিজনাল (Seasonal) পানি থাকে এরূপ পাড়বিশিষ্ট জলাশয়/পুকুর	৭৫/-
(৯)	মৎস্য চাষ: সারা বছর পানি থাকে এরূপ পাড়বিহীন বরোপিট/খাদ	১০০/-
(১০)	মৎস্য চাষ: সিজনাল (Seasonal) পানি থাকে এরূপ পাড়বিহীন বরোপিট	৫০/-
(১১)	বাণিজ্যিক দীর্ঘমেয়াদী কৃষিভিত্তিক	৫০০/-
(১২)	বাণিজ্যিক দীর্ঘমেয়াদী অকৃষিভিত্তিক (সরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান)	৫০০/-
(১৩)	বাণিজ্যিক দীর্ঘমেয়াদী অকৃষিভিত্তিক (বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান)	৮০০/-
(১৪)	আলোকিত/লাইটবক্স/ডিজিটাল/ইলেক্ট্রনিক বিজ্ঞাপন	২৫০/-
(১৫)	অনালোকিত বিজ্ঞাপন	২০০/-
(১৬)	বাণিজ্যিক (এটিএম বুথ/মোবাইল টাওয়ার স্থাপন)	১৫/-

কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় উপর্যুক্ত ইজারা ফি পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

১২.২ সকল ক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ইজারা মূল্যের উপর সরকার নির্ধারিত ভ্যাট ও আয়কর পরিপত্রের ৫৩(সি) ধারা অনুযায়ী পরিশোধ করবে;

১২.৩ উপর্যুক্ত ইজারা ফি এর আওতাভির্ভূত ইজারা কার্যক্রম পরিচালনায় ইজারা ফি নির্ধারণ বা ১২.১ এ নির্ধারিত ইজারা ফি পুনঃনির্ধারণে নিম্নবর্ণিত কমিটি সুপারিশ করবেনঃ

(ক) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মনিটরিং)-আস্বায়ক,

(খ) উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)-সদস্য,

(গ) সংশ্লিষ্ট কাজের সহকারী পরিচালক/সহকারী প্রকৌশলী-সদস্য সচিব;

১২.৪ চুক্তিপত্র/কার্যাদেশে ভিন্নরূপ কিছু উল্লেখ করা না থাকলে, কর্তৃপক্ষের পূর্বঅনুমোদন সাপেক্ষে ইজারা গ্রহীতা মূল অবকাঠামোর কোনরূপ পরিবর্তন না করে ইজারাস্থলে নিজ খরচে স্থানান্তরযোগ্য অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ ও সাজসজ্জা করতে পারবে। ইজারাগ্রহীতা ইজারাস্থলের স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামো/সাজসজ্জা নিজ খরচে স্থাপনা/এলাকার সার্বিক সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে কর্তৃপক্ষের কারিগরি অনুবিভাগ/অপারেশন এন্ড মেইন্টেন্যান্স অনুবিভাগ/সংশ্লিষ্ট স্থাপনা/এলাকার দায়িত্বরত কর্মকর্তার সাথে সমন্বয়পূর্বক ডেকোরেশন, প্রয়োজনীয় সংস্কার ও মেরামত কাজ করবে। উক্ত কাজের আনুষঙ্গিক খরচ কোন অবস্থাতেই ইজারামূল্যের সহিত সমন্বয় করা হবে না এবং ইজারার মেয়াদ শেষে উক্ত ডেকোরেশন প্রয়োজনে অপসারণ করার সময় কর্তৃপক্ষের অবকাঠামোর কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাবে না, করলে কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য থাকবে; এবং

১২.৫ নিরাপত্তার স্বার্থে ইলেকট্রিক্যাল লোড নিরাপদসীমায় রাখার উদ্দেশ্যে ইজারা গ্রহীতাকে ইজারাস্থলে যে কোন বৈদ্যুতিক, যোগাযোগ ও কম্পিউটার সরঞ্জাম/যন্ত্রাদি সংস্থাপনের পূর্বে অনুমোদিত অগ্নি প্রতিরোধক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও লোড কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন নিতে হবে। এ কারণে কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটলে বা কর্তৃপক্ষের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষতি হলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে কর্তৃপক্ষ ক্ষতিপূরণসহ ইজারা গ্রহীতার বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

### ১৩। কটেজ/বাসা ভাড়াঃ

১৩.১ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সাইট অফিসসমূহে অবস্থিত কটেজসমূহে নিম্নহারে ভাড়া আদায়যোগ্য হবেঃ

ক্রমিক নং	কটেজ/কক্ষের ধরণ	ভ্রমণের ধরণ	ভাড়ার হার	
			প্রতিরাত	রাত্রিাপন ব্যতীত শুধু দিনে অবস্থান
০১	সম্পূর্ণ কটেজ	সরকারি	৫,০০০/-	২,৫০০/-
		বেসরকারি	১০,০০০/-	৫,০০০/-
০২	একক কক্ষ (এটাচড বাথরুমসহ মেস/ সমধর্মী কক্ষ)	সরকারি	২,৫০০/-	১,৫০০/-
		বেসরকারি	৩,০০০/-	২,০০০/-
০৩	একক কক্ষ	সরকারি	১,৫০০/-	১,০০০/-
		বেসরকারি	২,০০০/-	১,৫০০/-
০৪	সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরকারি ভ্রমণে কোনরূপ ভাড়া প্রযোজ্য হবে না এবং বেসরকারি ভ্রমণে উপরিউক্ত সরকারি হারের অর্ধেক হারে ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।			

১৩.২ জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ এর ১৭ নং- ৬(ক) অনুসারে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সাইট অফিসসমূহের নির্মিত বাসা/কটেজকে কর্মচারীদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হলে বরাদ্দপ্রাপ্তদের নিকট হতে বাড়ি ভাড়া, গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল নিম্নরূপে কর্তন করা হবে (কর্তৃপক্ষের অফিস আদেশ নং ৫০.১০৮.০৩৩.০০.০০.০০২.২০০৩-১৯৩; তারিখঃ ১৫ মার্চ, ২০১৭)-

জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী	কর্তনযোগ্য বাড়ি ভাড়া	কর্তনযোগ্য বিদ্যুৎ বিল	কর্তনযোগ্য গ্যাস বিল
মূল বেতন ১৬,০০০/- এর কম	৩,০০০/-	১,০০০/-	প্রকৃত ব্যয় (সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী)
মূল বেতন ১৬,০০০/- হতে ২২,০০০/-	৫,০০০/-		
মূল বেতন ২২,০০১/- হতে ৩৫,৫০০/-	৬,০০০/-		
মূল বেতন ৩৫,৫০০/- এর উর্ধ্বে	৮,০০০/-		
মেস/ডরমেটরি (প্রতি কক্ষ)	২,০০০/-	৫০০/-	-

১৩.৩ সরকারি সফরসূচি বা ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী প্রশাসন অনুবিভাগের এস্টেট শাখা কর্তৃক কর্তৃপক্ষের জন্য সংরক্ষিত কটেজ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। সাধারণভাবে একজন কর্মচারি/একটি টিমের অনুকূলে ১টি সম্পূর্ণ কটেজ বরাদ্দ প্রদান করা হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে জনপ্রতি কক্ষ বরাদ্দ করা যাবে;

১৩.৪ কটেজ ভাড়া ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় বিল প্রকৃত খরচ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সরবরাহ করবে। সরকারি সফরসমূহে কটেজ ভাড়া ব্যতীত অন্যান্য বিল প্রকৃত খরচ অনুযায়ী প্রদেয় হবে;

- ১৩.৫ সাইট অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী কটেজ ভাড়া আদায়পূর্বক কর্তৃপক্ষের তহবিলে জমা প্রদান করবে;
- ১৩.৬ সাইট অফিসসমূহে পদায়নকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশাসন অনুবিভাগের এস্টেট শাখা বরাদ্দ প্রদান করবে; এবং
- ১৩.৭ বাসা বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাসিক বাড়ি ভাড়া, গ্যাস বিল ও বিদ্যুৎ বিল ধাপ অনুযায়ী বেতন হতে কর্তন করা হবে।
- ১৪। খাস আদায়:** দৈনিক ভিত্তিতে আদায়যোগ্য কর্তৃপক্ষের এরূপ কোন সম্পত্তি/জমি/পুকুর/স্থাপনা ইত্যাদি ইজারাস্থল কোন কারণে ইজারা না হলে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উক্ত ইজারাস্থলের খাস আদায়ের লক্ষ্যে দৈনিকভিত্তিক টোল/ফিস আদায় করতে পারবে। উক্ত খাস হিসাবে আদায়কৃত অর্থের সর্বোচ্চ ১০% অর্থ খাস আদায় সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ব্যয় করা যাবে। নিম্নে বর্ণিত কমিটি উক্ত খাস আদায় কার্যক্রম পরিচালনা এবং পর্যবেক্ষণ করবেনঃ
- (ক) সংশ্লিষ্ট সাইট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী- আহ্বায়ক
- (খ) সংশ্লিষ্ট সাইট অফিসের সহকারী প্রকৌশলী (সড়ক)- সদস্য
- (গ) সংশ্লিষ্ট সাইট অফিসের সহকারী পরিচালক- সদস্য সচিব।
- ১৫। রহিতকরণ ও হেফাজত:** বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা (১০৮তম বোর্ড সভায় সংশোধিত), বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন জমিতে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য জমি ও স্থাপনা অস্থায়ীভাবে বরাদ্দ প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত নির্দেশিকা ও এতদসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আদেশ/নির্দেশিকা/সিদ্ধান্ত বাতিল বলে গণ্য হবে, তবে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা (১০৮তম বোর্ড সভায় সংশোধিত) ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য আদেশ/নির্দেশিকা/সিদ্ধান্ত এর অধীনে ইতঃপূর্বে সম্পাদিত ইজারাচুক্তি, উক্ত চুক্তিতে বর্ণিত ও পর্যদ সভায় গৃহীত শর্ত সংশ্লিষ্ট ইজারার মেয়াদকাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
- ১৬।** প্রয়োজনবোধে জমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের স্বার্থে এ নির্দেশিকার যেকোন ধারা সংযোজন, বিয়োজন ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
- ১৭।** বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ-এর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২৩ দ্বারা ইজারা/ভাড়া সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রয়োগে/অনুসরণে অসুবিধা দেখা দিলে সেক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত প্রচলিত অন্যান্য সরকারি বিধি-বিধানের আলোকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।